

এক্যতান প্রকাশিত

ইচ্ছপুন পত্রিকা

অক্টোবর ২০২১

প্রথম সংখ্যা পান বিনামূল্যে

ভূট
নাট

ঝদং দেহি জযং দেহি,
ঘশো দেহি দ্বিষো জহি ॥



ବ୍ରମିଧା

'ଇଚ୍ଛତାନ', ଏକ ସକଳ ସଦସ୍ୟଦେର ଏକ ସମ୍ମିଲିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । 'ଇକ୍ୟତାନ'-ଏର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଘଟେ ୨ରା ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୦ ସାଲେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଟେକ୍ସ୍ଟାଇଲ କଲେଜେର ଏକଟି ସାଂସ୍କରିକ ଦଲ ହିସେବେ । ତାରପର କ୍ରମେ ତା ତାର ଗଣ୍ଡି ବିସ୍ତୃତ କରାର ଦିକେ ଆଜଓ ଧାବମାନ । ଏହି ଦଲେର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷ-ଇ ତାଦେର ସମନ୍ତରକମ ଚେଷ୍ଟା ଓ ଦକ୍ଷତାର ସଙ୍ଗେ ଏଗିଯେ ନିୟେ ଚଲେଛେ ଦଲକେ ଆରଓ ସାମନ୍ନେର ଦିକେ । ଆର ଏହି ଯାତ୍ରାପଥେ ଆମାଦେର ଏବାରେର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ପ୍ରକାଶିତ ହଚ୍ଛେ 'ଇଚ୍ଛତାନ' ପତ୍ରିକା ।

ଆମରା ଜାନି 'ଦଶେ ମିଲେ କରି କାଜ, ହାରି ଜିତି ନାହିଁ ଲାଜ', ଏହି ବାଣୀକେ ସାମନେ ରେଖେ-ଇ ଆମରା ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଇ ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶେର । ଯାର ମଧ୍ୟେ ଥାକବେ ଲେଖା, ଆଁକା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି । ଆମାଦେର ପ୍ରଥମବାରେର ଲକ୍ଷ୍ୟକେ ସାମନେ ରେଖେଇ ବିଗତ ଦୁମାସ ଆଗେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗଟ୍ ମାସ ଥିଲା କାଜ ଶୁରୁ କରି । ଆର ଏଭାବେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେ ଆମରା ଏଗୋତେ ଥାକି । ଅବଶେଷେ ୧୦-ଇ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରକାଶିତ ହଚ୍ଛେ ଆମାଦେର ପ୍ରଥମବାରେର ଜନ୍ୟ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପତ୍ରିକା 'ଇଚ୍ଛତାନ' । ତବେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦାପଟେ ଆମାଦେର ଏହି ପତ୍ରିକା ପ୍ରିନ୍ଟେଡ ହଚ୍ଛେ ନା, ଆମାଦେର ଏବାରେର ପତ୍ରିକା ଇ-ମ୍ୟାଗାଜିନ ହିସାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହଚ୍ଛେ, ଯା ଆମରା ବିନାମୂଲ୍ୟେ ସବାର କାହେ ପୌଁଛେ ଦିଚ୍ଛି । ଆଶା ରାଖି, ଆଗାମୀ ବଚର ଥିଲା ଆମରା ଆମାଦେର ପତ୍ରିକାକେ ମୁଦ୍ରିତ କରତେ ପାରବ ଏବଂ ଆପନାଦେର ସହସ୍ରାଗିତାଯ ଓ ଭାଲୋବାସାୟ ଆମରା ଆରଓ ଏଗିଯେ ନିୟେ ସେତେ ପାରବ ଆପନାର, ଆମାର ସବାର ପତ୍ରିକା 'ଇଚ୍ଛତାନ'କେ ।

ଆଗାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଇ ସେଇ ସବ ପାଠକଦେର ଯାରା 'ଇଚ୍ଛତାନ'-କେ ଏତଟା ଆପନ କରେ ନିୟେଛେନ । ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଇ ଏକ୍ୟତାନ-ଏର ସକଳ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁକେ, ଯାରା ପତ୍ରିକାର ନିର୍ମାଣ ଓ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ ଓ ଯାବତୀୟ ନାନାନ କାଜେ ସବରକମ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛେ । ଆଶା ରାଖି ଭବିଷ୍ୟତେও ଏଭାବେ ଆରଓ ଅନେକ କାଜେ ତୋମାଦେର ପାଶେ ପାବୋ ।

ଧନ୍ୟବାଦାନ୍ତେ,



ସାମ୍ୟ ରାୟ
ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ



ସୋହିନୀ ଦାସ
ସହ-ସମ୍ପାଦକ

ମମ୍ପାଦକ ମନ୍ତ୍ରୀ



ସାମ୍ୟ ରାୟ

ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପାଦକ



ସୋହିନୀ ଦାସ

ସହ-ସମ୍ପାଦକ



ଖିତ୍ତବ୍ରତ ମୁଖାଜ୍ଜୀ



ଆଦିତା ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ



ସୋହିନୀ ଦାସ



ଶ୍ରେୟାଶ୍ରୀ ସାହା

ବିଶେଷ ମହ୍ୟୋଗୀତା



ଅନିତେଷ ବର୍ମନ



ମୈନାକ ଦେବ

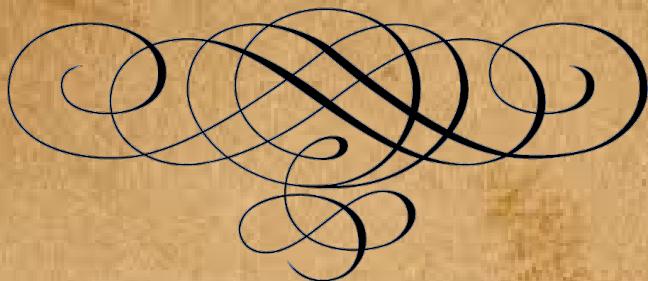


ଅୟନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ



ସୁଦିପ ହାସନ୍ଦା

এক্যতানের ঝুলি



লেখালেখি

অব্যক্ত
কাকু তুমি কি
ঠাকুর বিক্রি কর ?
পূর্ণচেদ
তার চিলেকোঠা
নিজেদের পরিবৃত্তে
ভারী !
আজব চিকিৎসা
কলম
স্মৃতি
সম্পর্ক
এক আকাশ ইচ্ছা

সৌম্যদীপ পাল

সন্দীপন হোড়	৪
সাম্য রায়	৫
অর্ণব ভট্টাচার্য	৬
পার্থ সারথি মিত্র	৭
সোমঞ্জলি সিনহা	৮
অরূপ কুমার চক্ৰবৰ্তী	৯
শুভদীপ ঘোষ	১০
অয়ন ভট্টাচার্য	১১
সোমঞ্জলি সিনহা	১২
অহনা চক্ৰবৰ্তী	১৩

আঁকিবুকি
ক্যামেৰা বন্দী

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

ଲେଖାଲୋକି



অব্যক্ত



সৌম্যদীপ পাল

তাৰপৰ অনেকদিন তাদেৱ কথা হবে না। তাদেৱ দেখা হওয়াটা তো ভাগ্যনিৰ্ভৰ হয়ে যাবে বললেও ভুল বলা হয় না। তাদেৱ মধ্যেৱ হঠাৎ এই দূৰত্বেৱ কাৱণ যেন তাদেৱ মাথাতেই আসবে না, অবশ্য তাদেৱ কেনো! শুধু সমৰ্পণেৱ। হয়তো থেকে যাবে কিছু টুকৱো টুকৱো ঘটনাৰ স্মৃতি। সমৰ্পণ কিছুদিন সেই স্মৃতি আকড়েই বসে থাকবে, আৱ ভাববে সেই ঘটনাগুলো না হলেই বৱং ভাল হত, অন্তত স্মৃতিগুলো ধৰে সময়কে থামিয়ে রাখতে হত না সমৰ্পণকে।

সময় বড়ই নিষ্ঠুৱ, কখনও থেমে থাকেনি এই সমস্ত সমৰ্পণদেৱ জন্য, আৱ থাকবেও না। হয়তো সময়ই সেই ধ্বনিতাৱা, যে এই সমস্ত সমৰ্পণদেৱ ধুঁ ধুঁ মৰুভূমিতে সঠিক পথ দেখাৰে। তাই কালক্ৰমে সমৰ্পণ ফিরে আসবে বাস্তবে, ভাববে এটা বুঝি না হওয়াৰই ছিল। সময় এগিয়ে চলবে নিজ নিয়মে। কিন্তু ওই যে রাত পেরিয়ে সকাল হলেই মৰুভূমিতে থাকবে মৰীচিকাৱ হাতছানি। সব আশা ফুৱিয়ে গেছে ভেবে যখন সমৰ্পণ আবাৱ নিজ জীবনে স্থিত, তখনই যেন আশাৱ শেষ শিখাটা নিভে যাওয়াৰ আগে একবাৱ দপ কৱে জ্বলে উঠবে।

হঠাৎ ফোনে সুতনুকাৱ ম্যাসেজ -- আমিই বুঝি শুধু ফোন কৱে যোগাযোগ রাখব! তোৱ বুঝি মানা আছে ফোন কৱাতো! এই একটা ম্যাসেজেই সমৰ্পণ সমস্ত বিশ্বৃত হবে, পুনৱায় চেষ্টা কৱবে সমস্ত উজ্জাৱ কৱে দিতে, আৱ দেবেও উজ্জাৱ কৱে। আবাৱ তাৱা নিয়মিত কথা বলবে, সব ভালো খাৱাপ নিজেদেৱ মধ্যে ভাগ কৱে নেবে। কিন্তু সব কিছুৱ মধ্যেও সমৰ্পণেৱ মনে ঘনিয়ে উঠবে আশঙ্কা, পুনৱায় দূৰত্ব তৈৱীৱ আশঙ্কা! সমৰ্পণ যেন একপ্ৰকাৱ নিশ্চিত যে, সেটা অবশ্যভাৱী। সমৰ্পণ তাই চেষ্টাও কৱে সুতনুকাকে বলতে মনেৱ কথাগুলো, কিন্তু বলে উঠতে পাৱে না, মনেৱ মধ্যেই জমতে থাকে কথাগুলো। সমৰ্পণ প্ৰকাশ কৱতে চায় সেগুলো, অগত্যা তাৱ প্ৰকাশ ঘটে ডাইৱিৱ পাতায় ---

" ভেবেছিলাম তাকে কোনোদিন পাৱ না আমি, কৱেছিলাম তাই ভুলে যাওয়াৱ চেষ্টা। কিন্তু কোনো না কোনো কাৱণ, কোনো না কোনো ঘটনা আমাকে দাঁড় কৱিয়েছিল তাৱ সম্মুখে।

বলেছিলাম প্রথমবার, উত্তর না হবে জেনেও। অশ্বদিনের পরিচিত, বলতে গেলে আচেনা
একটা ছেলেকে কেনই বা হ্যাঁ বলবে! তবুও বলেছিলাম, যাতে ভুলে যেতে পারি সহজে। গেছিলামও
ভুলে।

কিন্তু ওই যে কিছু না কিছু ঘটনা, কোনো না কোনো কারণ দাঁড় করিয়েছিল আমাকে তার
সম্মুখে বারংবার।

তার সাথে কাটানো সময় আমার জীবনের আনন্দের চাবিকাঠি। তার সংসর্গ আমায় দেয়
জীবনের লক্ষ্য পূরণের উদ্যম, সর্বোপরি আমি খুঁজে পাই এক 'নতুন' আমিকে।

আমি শুধু চাইছি তার জীবনটাকে একটু সহজ করে দিতে, যেমনটা সে আমার জীবনটাকে
করে দিচ্ছে, চাইছি তার বিশ্বাসটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

তাই যেন আর সাহস হয় না, মুখ ফুটে তাকে বলি --'ওহে কী করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।' ভয় হয়, সব শেষে যদি হারিয়ে ফেলি তোমার বিশ্বাস!"

তার চেয়ে বরং কিছু কথা অব্যক্তি থেকে যাক। ভালোবাসা বেঁচে থাকুক সমর্পণদের
হাদয়ে।।



কাকু তুমি কি ঠাকুর বিক্রি কর ?



সন্দীপন হোড়

"R. G Kar Hospital" এর বিপরীতেই জয়ন্তবাবুর "মা কালী দশকর্মা ভান্ডার"। তখন প্রায় রাত ১০ টা বাজে। জয়ন্তবাবু তাঁর দোকান বন্ধ করার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন।

তিনি Cash Counter থেকে টাকা গোছাছিলেন তখনই হঠাতে তিনি পেছন থেকে একটি বাচ্চা ছেলে বলে উঠল, "কাকু, তুমি কি ঠাকুর বিক্রি কর?"

জয়ন্তবাবু চমকে উঠে পেছনে ফিরে তাকালেন। দেখলেন ৭-৮ বছর বয়সী একটা বাচ্চা ছেলে। পরণে একটা ময়লা জোমা। রোগাটে চেহারা।

জয়ন্তবাবু বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "খোকা, তুমি কোন ঠাকুর নেবে?"

বাচ্চাটি জয়ন্তবাবুর দিকে একটা দলা পাকানো ২০ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, "এতে ঠাকুর হবে?"

জয়ন্তবাবু হাসিমুখে বললেন, "দিব্যি হবে।"

তারপর বাচ্চাটির থেকে ২০ টাকার নোটটা নিয়ে তিনি Show Case থেকে একটি ছেট কুকের মূর্তি বের করে বাচ্চাটিকে দিয়ে বললেন, "খোকা, তুমি এখন এত রাতে ঠাকুর নিয়ে কী করবে?"

বাচ্চাটি Hospital এর দিকে আঙুল ঘুরিয়ে বলল, "কাকু, ঐ Hospital এ আমি ভর্তি আছি। কিছুক্ষণ আগেই ডাক্তার কাকু আমার মাকে বলল, "এখন আশা খুব কম। এখন সবকিছুই ঠাকুরের হাতে।... তাই ঠাকুর কিনলাম..."

ପୂର୍ଣ୍ଣଚେଦ



সাম্য রায়

(ব্যস্ত রাস্তায় হঠাত দেখা)

- কিরে দেখেও দেখতে পেলি না বল?
- আরে না, না, খেয়াল করিনি।
- আচ্ছা (একটা দীর্ঘশ্বাস) ! সত্যি কি খেয়াল করিস নি?
- ছাড় বাদ দে। কেমন আছিস?
- সে তো বাদ দিয়েই দিয়েছি। বেঁচে আছি!
- কেমন আছিস এর উত্তর বেঁচে আছি!! তো নতুন মানুষ কেমন রেখেছে?
- নতুন মানুষ! নতুন নয়, সে পুরোনোই ছিল।
- হ্যাঁ, সে তো জানি। তো তার কি খবর?
- জানি না। হয়তো মানুষ চিনতে পারলে সেদিন আর এমনটা হতো না!!
- কেন কি হয়েছে?
- গল্পটা শেষ হয়ে গেছে। আর ওই গল্পটার জন্য আরেকটা সত্য গল্পকে শেষ করেছি নিজের হাতে।
- ঠিক আছে। সেসব কথা রাখ। যে গল্পটা শেষ করেছিস নিজের হাতে ওটা আর গড়তে পারবি না।
- জানি রে। সত্যিকারের গল্প তো কোনোদিন তৈরি করা যায় না। নিজে নিজেই তৈরি হয়। আর সেটার উপসংহার ও থাকে না। যদি একবার পূର୍ଣ୍ଣଚେଦটা পড়ে যায়। সেটা একেবারেই পড়ে যায়। আমি জানি সেটা।
- ঠিক। বলেছিস।
- হ্যম, কিছু জিনিস ছেড়ে চলে গেলে বোঝা হয়, তার গুরুত্ব কতখানি। হয়তো আমার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে!!
- ঠিক আছে। এলাম। ভালো থাকিস।
- এখন তো আর আটকে রাখতে পারব না। আয়। তুই ও ভালো থাকিস, মলয়।

তার চিলেকোঠা

সারাদিন শহরের বুকে চেপে ছোটা,
তার ছিল একখানি ছোটো চিলেকোঠা।
ক্লান্ত ক্লান্তি ভরা ব্যাথা ছিল যত,
চিলেকোঠা উঠলেই ধুয়ে যেত ক্ষত।
ছোটোবেলা খেমে ছিল সেই ছোটো ঘরে,
হাদয়ে বোলাতো হাত, দুঃখের জ্বরে।
কাঁচভাঙা টর্চ, গুলি, প্যাঁক প্যাঁক টয়,
সেই ব্যাট ঘেটো দিয়ে মেরেছিল ছয়।
আগলে এসবই স্মৃতি সতুরে বুড়ো,
হর্ষে মুড়িয়ে নিত বেদনার গুঁড়ো।
আজ হায় বুড়ো নেই, তাই দরকারে,
চিলেকোঠা পরিণত অতিথির ঘরে।



অর্ণব ভট্টাচার্য

নিজেদের পরিবৃত্তে

যে পোড়া চোখে শুধুই ঘৃণা,
সে চোখে লাগুক আগুন।
যে মনে অনুভূতি নেই,
সে মন মুছে যাক
দেওয়াল থেকে।
তুমি যদি ঘৃণা করো
ভালোবাসো যদি নিজের আকাশ,
আমিও পারি তোমার আকাশে কালো রঙ ছিটিয়ে দিতে।
তুমি ঈশ্বর বা ঈশ্বরী নও
নিজের মনের গহ্নরে এক বিষবৃক্ষ।
একদিন যেতে হবে,
চলে যাওয়া পথে দাগ রাখোনি,
কোনদিন কেউ ফেলবে না অশ্রজল,
একজন মানুষ বা মানুষী ছিল,
সবটুকু নিজেদের পরিবৃত্তে।



পার্থ সারাথি মিত্র

ভারী !

ভারী !

ভীষণ ভারী নিষ্ঠন্তা

চারিদিক বৃষ্টির জলে ভেসে যায় ,

অবহেলিত দরজা জুড়ে জংলা কাপড় জড়িয়ে রাখা ।

লিখছে কবি ,

সেই মেয়েটির নির্বাক চোখে অপেক্ষা

শুষ্ক মরুভূমির খোঁজ দিতে পারো ?

বুক চিরে দেখ , হৃদয়ের কলস ফাঁকা ।

গান শুনেছিলাম তার -

ছন্দছাড়া জীবন, ভাঙাচোরা স্বপ্নের খেলা

যা হারিয়ে যায় তা আগলে রাখে কে ?

এই ভেবেই কেটে গেল সহস্র বেলা ।

ভালবাসায় মরবে , না অনাহারে ?

ভবঘূরে জীবন যদি প্রেমের পথে ফেরে

শূণ্য পেটেই স্বপ্ন বুনছে ঘর ,

অভুক্ত পেট লড়াই করে ছিনিয়ে নেবে

স্বাধীনতা , জীবনে শুধু তোমার সঙ্গ পেলে

সোমঞ্জলি সিনহা



আজৰ চিকিৎসা

সদি হয়ে দুদিন ধৰে
নাক হয়েছে বন্ধ,
সত্ত্ব বলছি বিশ্বাস কৰ
পাছিঃ না আৱ গন্ধ।

জিভে এখন পাছিনা স্বাদ
লাগছে সবই থাট্টা
এসব শুনে নৱেণ খুড়ো
মাৱলে পাঁচটা গাঁট্টা।

ফচকে তেনাৰ ছোট নাতি
একৱাবি আৱ দস্যি,
আমাৱ নাকে ঠেসে দিলে
দাদুৱ ডিপেৱ নসিয়।

দাদু নাতিৰ অত্যাচাৰে
হলাম বড় জন্দ,
গলাটাও বন্ধ হলো
নাই মুখে আৱ শব্দ।

হাতুড়ি হাতে বৈদ্য এলো
সঙে বড় কাস্টে-
মুঁগুটাকে কাটিবে বুৰি,
জোৱে কিংবা আস্টে!

নাড়ি টিপে বৈদ্য বলেন
অসুখ বড় কঠিন,
নিম পাতা আৱ চিৱেতার জল
থেতে হবে রোজ তিন টিন!

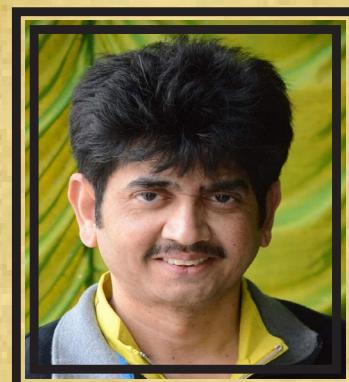
রঞ্জ বেৱঙেৱ পাচন বড়ি
দিলেন মুখে ঢেলে,
থাওতো খোকা ওষুধ থানা
কপাত কৰে গিলে।

এবাৱ বাছা চোখটা খোলো

দেবো লঙ্কাৰ ওড়ো,
এবাৱ বুৰি প্ৰাণটা গেল,
কৰছে কি এই বুড়ো?

প্ৰাণ বাঁচাতে এক ছুটিতে
হলাম পগাৱ পাড়,
থাট থেকে তাই আছড়ে থেয়ে
ভাঙ্গল কঠা হাড়।
চোখটা খুলে চেয়ে দেখি
মায়েৱ কোলে আমি,
সজল চোখে আদৱ কৰে
খাচ্ছে অনেক হামি।

ও মা! এ কি স্বপ্ন ছিল?
দিবি আছি খাসা,
চোখ মেলতেই পেলাম আমি
মায়েৱ ভালোবাসা।



অরূপ কুমাৱ চক্ৰবৰ্তী

কলম

আমি এক কলম,
লেখকের বই ঠাসা টেবিলে আমার স্থান।
আমি তার প্রতিদিনের সঙ্গী,
আমিই তাকে জোটাই বসন্তের প্রেম, প্রতিবাদের ভাষা, আরও কত কী,
প্রেমের স্পর্শে ছুঁয়েছে আমায়,
মুন্দ করেছে বারবার।

আজ আমি নিঃস্ব,
প্রথম ক'দিন টেবিলে,
তারপর, আশ্রয় নিলাম অসহায় আরেক পেনের পাশে।
তারপর বাতিলের ডাস্টবিনে,
আমি তাকে এনে দিয়েছি সম্মান, পুরস্কার, ভালোবাসা আরও কত কী,
আমি পেলাম প্রয়োজনীয় জড়পদার্থের তকমা।



শুভদীপ ঘোষ

স্মৃতি

প্রাথমিক শিক্ষার পর
সমাজে বাস করার যে জ্ঞান প্রয়োজন
সেটি যারা দেন তাঁরাই হলেন,
শিক্ষক ।
আর এই জ্ঞান আমাদের যে স্থান থেকে
অর্জন করতে হয়,
সেই স্থানের নাম
শিক্ষালয় ।
আমরা বহু স্মৃতি রেখে যাই, এই স্থানে।
এখানেই হয় বন্ধুষ,
থেকে যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মজা এবং
ভালোবাসার একটুকরো স্মৃতি,
আবার, পড়া না পারলে স্যারেদের বকুনি
স্যারেদের ভালোবাসার স্মৃতিও
রয়ে যায় এখানেই ।
হয়তো আর কোনোদিন
এইসব স্মৃতি পাব না ফেরত,
তাই এই স্মৃতি বুকে আগলে রেখে, থাকব বেঁচে
বাকিটা জীবন ॥



অয়ন ভট্টাচার্য

সম্পর্ক

চলে যেতে দাও ,
আটকে রাখে কে !
সম্পর্ক ।
হৃদয় যদি মরুভূমির হদিশ পায়
কেউ কি পারে বৃষ্টির কাছে ফিরতে ?

ঝরা ফুল,
গাছের অতিথি নয় -
ধীরে ধীরে পচন ধরে ,
মিশে যায় !
মাটির পরেই।

বিচ্ছেদ,
নতুন ফুলের ভিড় জমে, পুরাতন কে ভুলে !

ভগ্নস্তুপে বসে ,
কার অপেক্ষায় থাকে একলা মানুষ ?
ভালবাসা ,
কেউ পেলে হারিয়ে যায় নিখোঁজের ভিড়ে ,
আবার কেউ ফেরে !
পোড়া মনের হদিশ পেলে , ঘরে ...



সোমঞ্জলি সিনহা

এক আকাশ ইচ্ছা

এই যে বাতাস এই যে পাহাড়

এই আমার পূর্ণিমাতে

চাঁদ উঠেছে বড়

এই আকাশ কালো কুচকুচে

নেই যে কোনো হাওয়া

ঐ যে দূর পাহাড়ী, অন্ধকারে দেখতে পাই না

ঐ যে ফুল পাহাড়ী, ছটফট করি

ফুলের গন্ধ ভেসে আসে

ঐ যে রোদুর আকাশে

আমার চোখ ঝলসে যায়

হাওয়া পেলাম বুকের কাছে

ঐ যে দূরে একটা বাড়ি দেখা যায়

তোমার সাথে হাত ধরাধরি।

গ্রিলের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে

কলাফুল গাছে হাত দিলাম

ঐ যে দিগন্ত আকাশ বাতাস

ঘুঙুর ঘুঙুর ঘন্টার আওয়াজ

আমার প্রিয় বুক

ঘন্টার আওয়াজে নাচতে ইচ্ছে করে।



অহনা চক্ৰবৰ্তী

ଆମ୍ବଳାକ





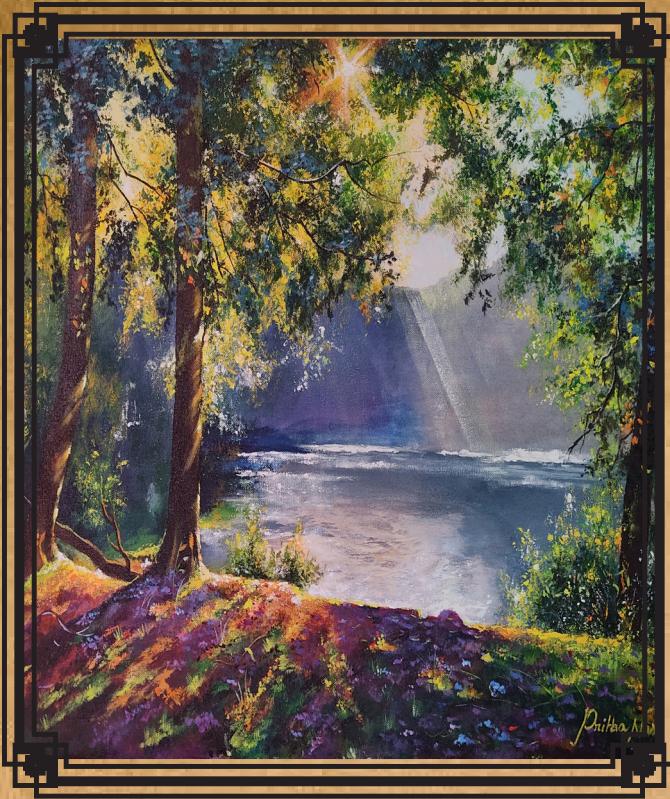
দেবরাজ মিহা

শ্রেয়াশী মাহা



যোমধুগা মিহা

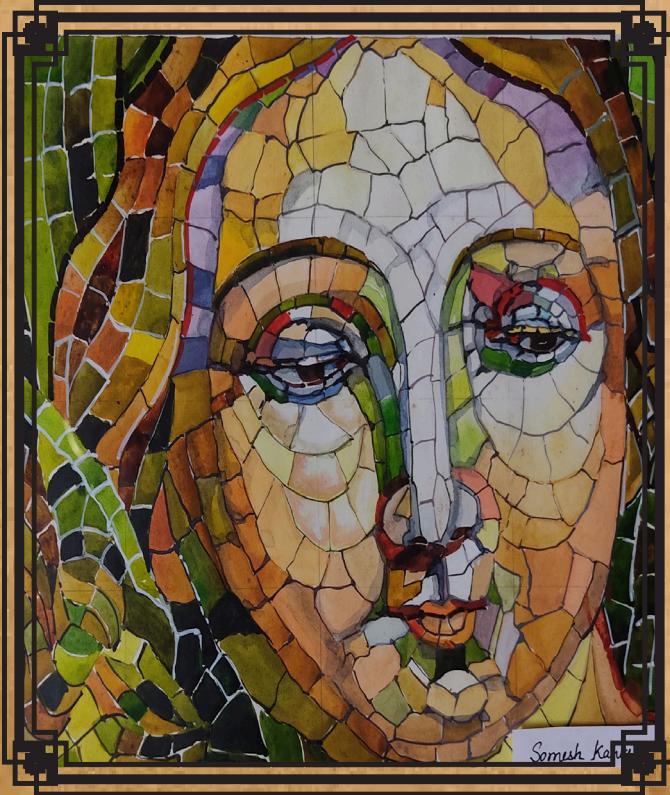
পারমিতা প্রোঞ্চ



দৃঢ়া নদী



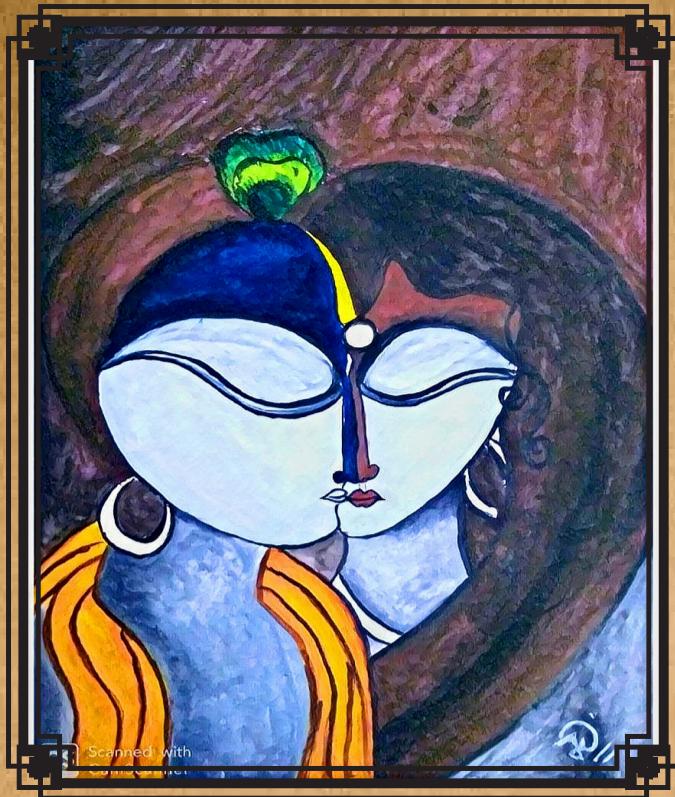
মোহিনী দাম



মোহেশ কার্তি মাহা



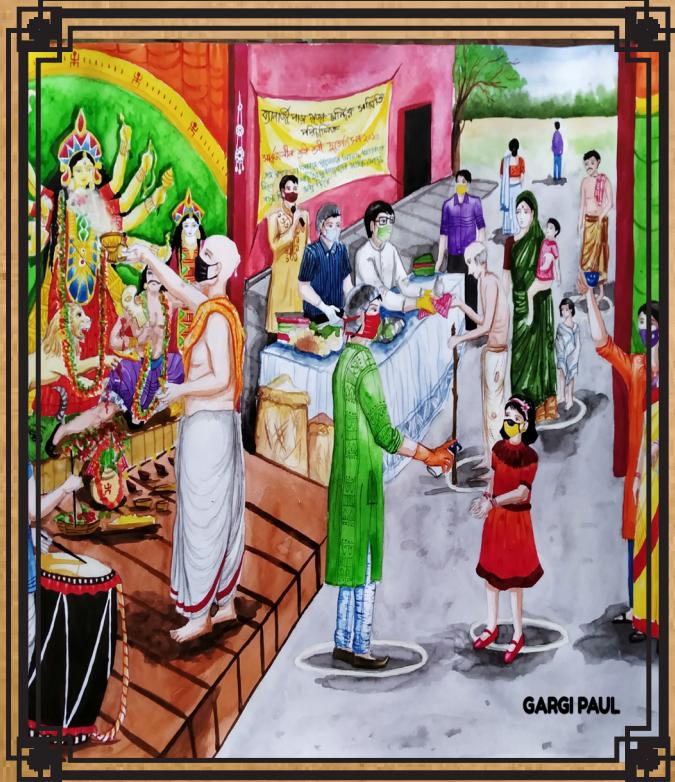
শ্রেষ্ঠাশ্রী মাহা



ପ୍ରେହା ଦକ୍ଷ



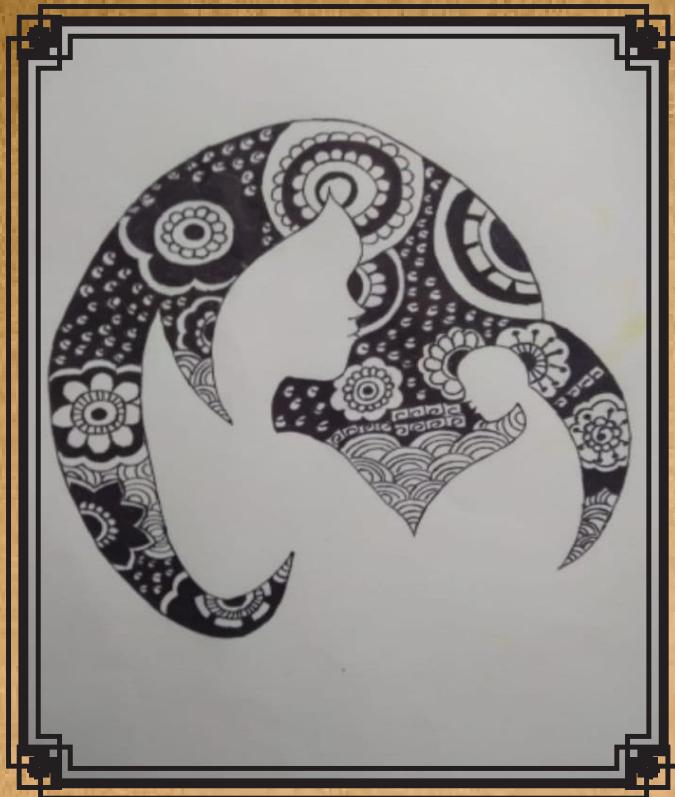
ମୈନାକ ଦେବ



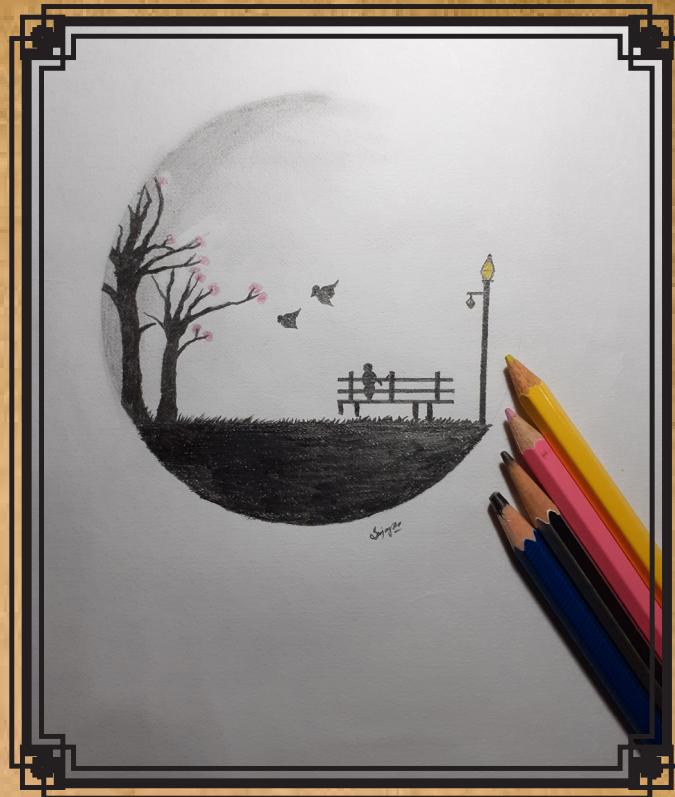
ଗାର୍ଜି ପାଲ



ନାତାଶା ଇସ୍ଟାମିନ



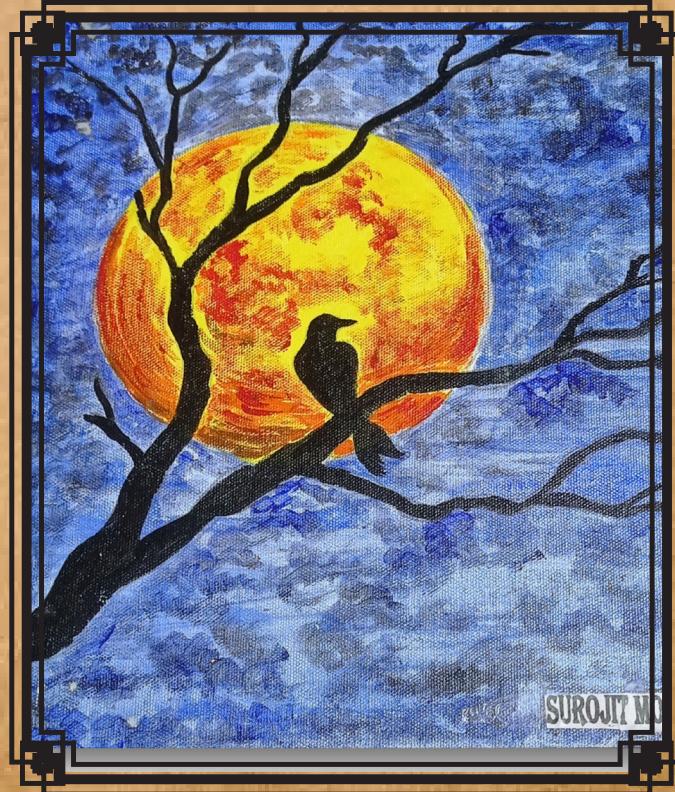
গানিশা ব্যানার্জী



মঙ্গল দাম



শান্তি মাটি



মুরজিঁ মন্দি

କ୍ୟାମେରା ବଳୀ





ନରେନ ମାହାତ୍ମେ



ରାଜ୍ମିକ ରାଧା



ଶୁଦ୍ଧିପ ହାଁମଦା



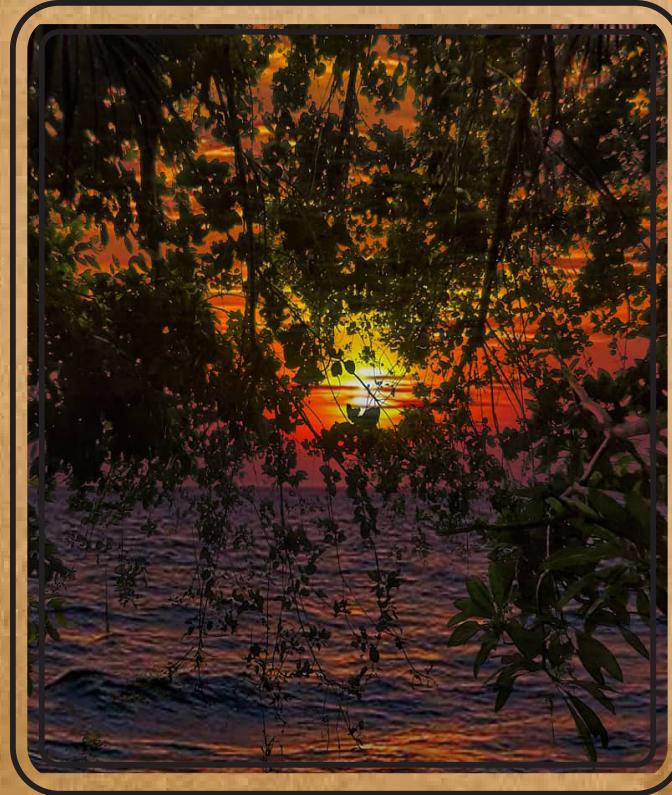
ଲୋମେଶ କାନ୍ତି ମାହା



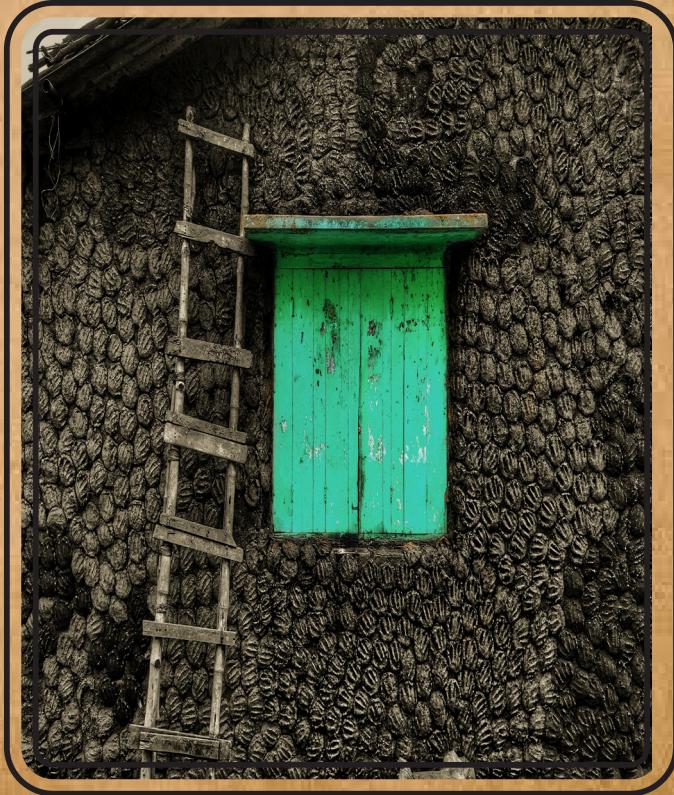
ମୋହିନୀ ଦାନ୍ତ



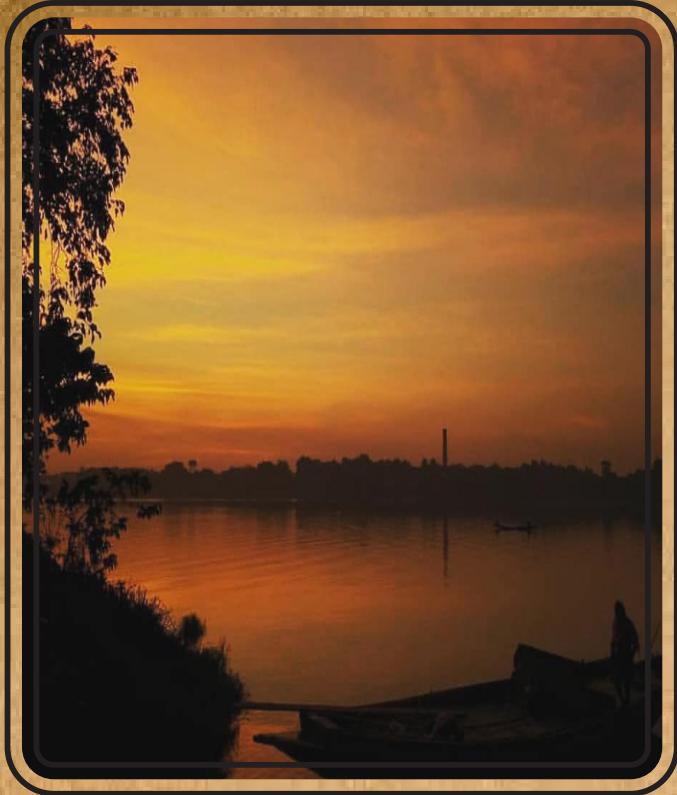
ମାର୍ବର୍ ମରକାର



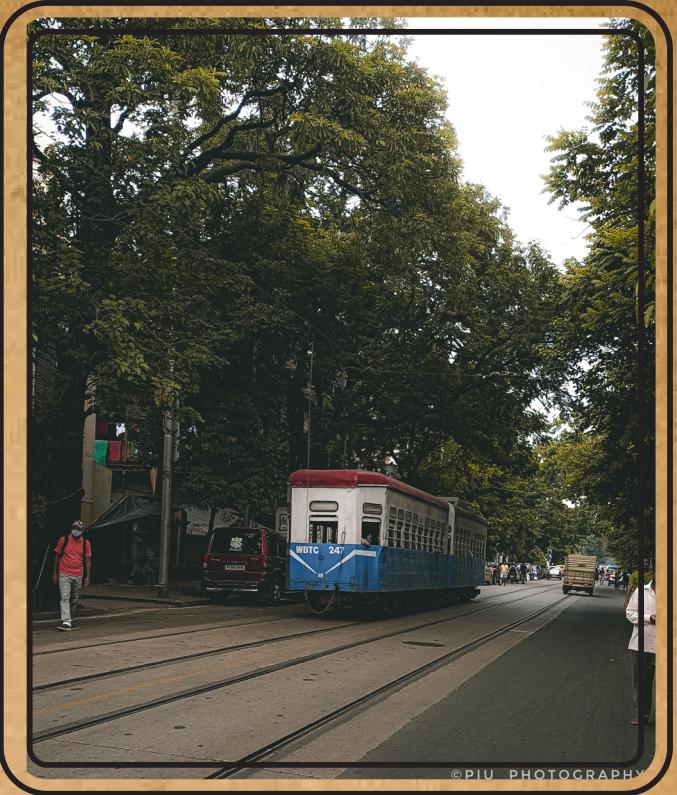
ମୋମଞ୍ଚଗା ମିଳିଥା



ନରେନ ମାହାତ୍ମେ



ମୁଦୀପ ହାର୍ମିଦା



ପୃଥ୍ବୀ ନଷ୍ଟର



ଆଦିଗୀ ବାନାଜୀ



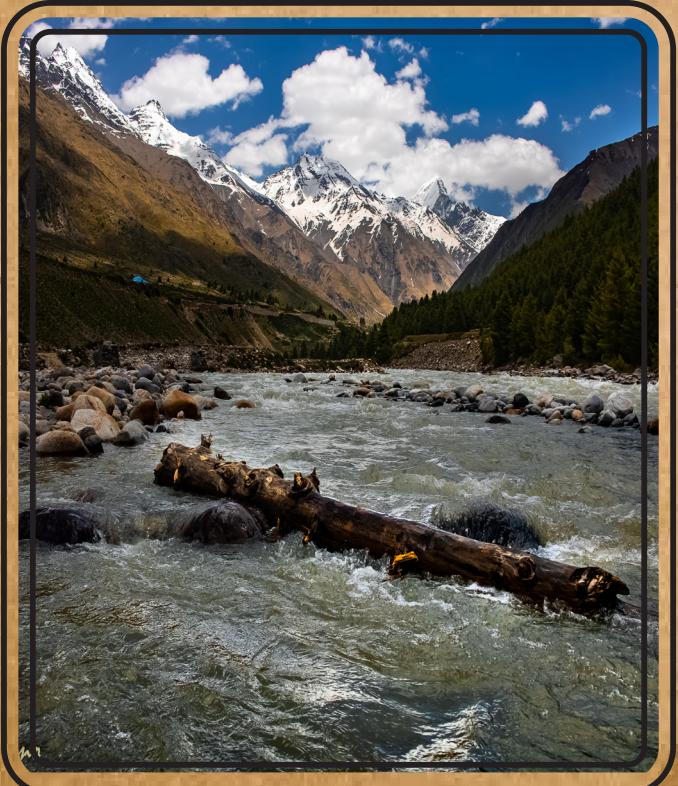
ଯୋହିନୀ ଦାମ



ମୈକାଟ ଗାଫେନ



ରମ୍ପୁତି ରାତ୍ରି



ମାର୍ବର୍ଷ ମରକାର



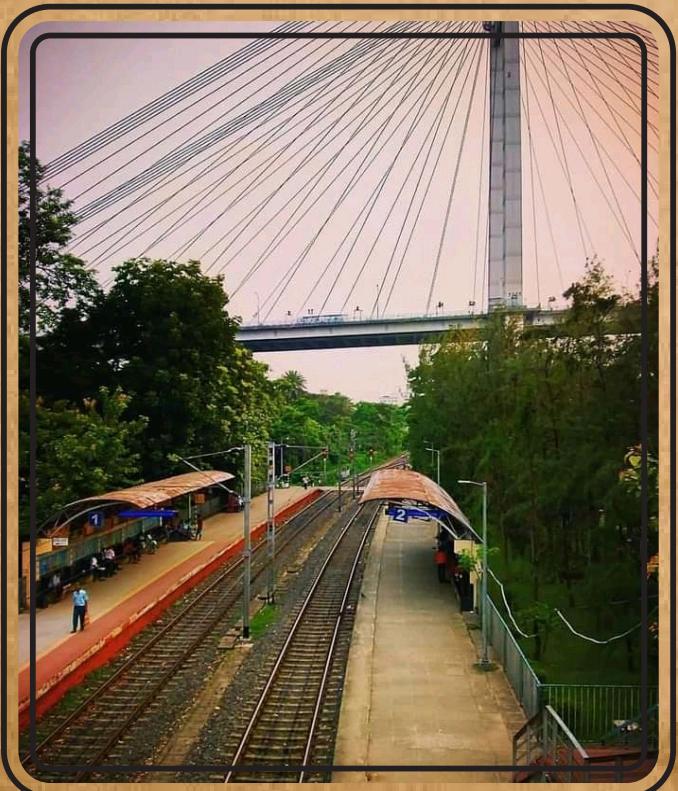
ଶ୍ଵର୍ଦ୍ଧକର ମାହା



অনিষ্টেশ বর্মন



অঙ্কুশ মাটি



লৈকন্ত গায়েন



মনস্তীতি রায়



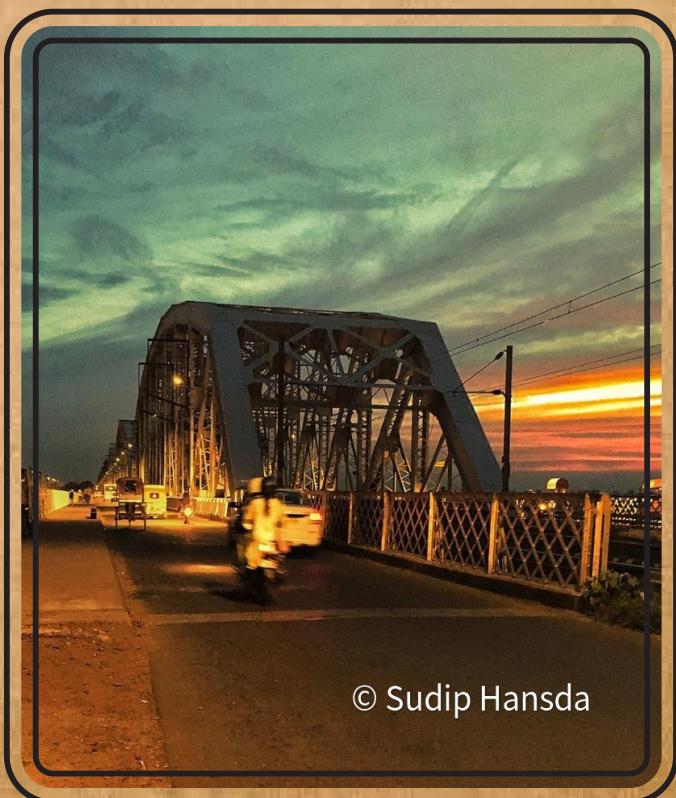
শুক্রবর্ষ মাহ



অঙ্গুশ মাস



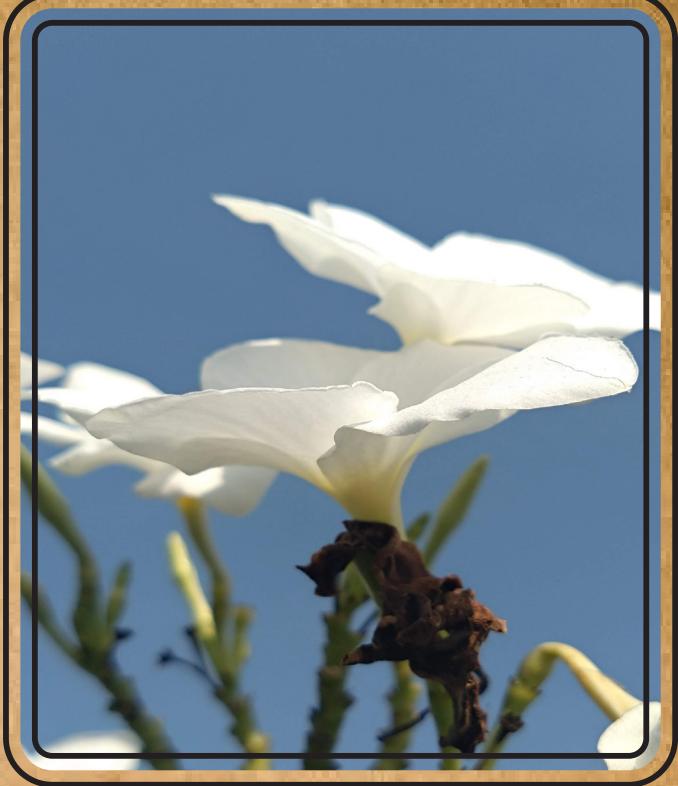
নরেন মাহাত্মা



সুদীপ হাঁসদা



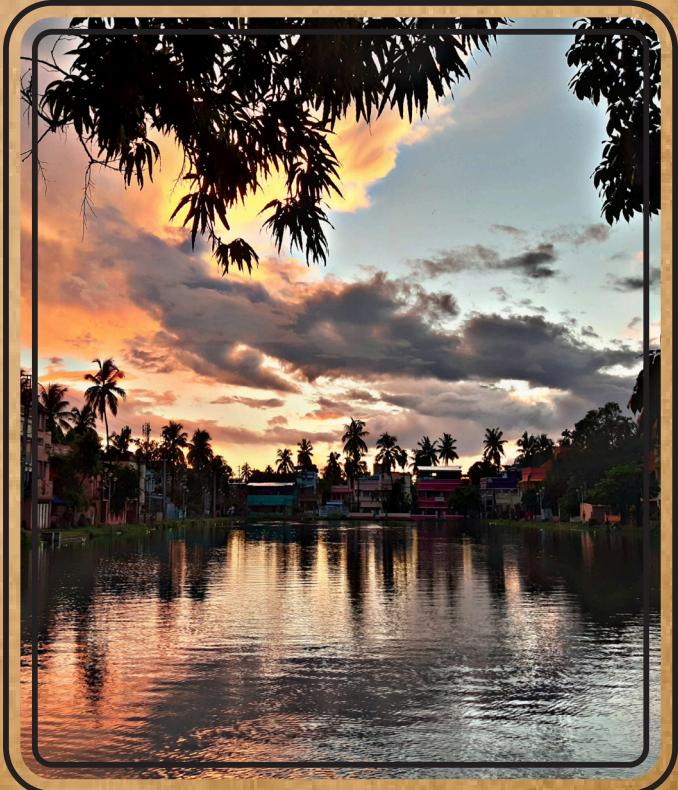
মাৰ্ক মৱকার



মোহিনী দাম



যৈকত্ব গায়েন



শুভক্ষণ মাহা

আমছে বছৰ
আবাৰ হয়ে ॥



Please scan the QR code to get the
free copy of the first volume...